যৌন রোগীর তত্ত্ব!

fbv gvs‡m K¨vÝvi GBWm mv‡i!!

ছুটছেন লাখ লাখ মানুষ!!!

যশোর থেকে **মামুন রহমান**

দেশের সীমান্তবর্তী জেলা ঝিনাইদহ ও মাগুরা ছাড়াও গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাসঙ্কটে পড়েছে। নূর আহাদ নামে কথিত এক কবিরাজ এ সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন। কোনো রকম আগ-পিছ না ভেবেই হাজার হাজার মানুষ রোগমুক্তির আশায় ভিড়ছেন তার কাছে। আর এ থেকেই এক আনসার ব্যাটালিয়ান সদস্য রাতারাতি হিরো বনে গেছেন। আগে যিনি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকতেন, এখন তারই নিরাপত্তা দিতে পুলিশকে হিশশিম খেতে হচ্ছে। আগে যাকে অন্যদের স্যালুট করার জন্য সদা সতর্ক থাকতে হতো, এখন তাকেই অনেকে স্যালুট আর কদমবুচি করছে। আগে যাদের প্রহরায় নূর আহাদ নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন, এখন তার চেয়ে অনেক বড় বড় কর্মকর্তারাও তার একটু সান্নিধ্য আর দাওয়াই পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকছেন। তীর্থের কাকের মতো ঘন্টার পর ঘন্টা এমন কি দিনের পর দিন অপেক্ষা করছেন। নূর আহাদকে দেখতে আর তার দাওয়াই নিতে প্রতিদিন ভিড় করছেন হাজার হাজার লোক। কেউ আসছেন হেঁটে, কেউ সাইকেলে, কেউ বাসে, আবার কেউ কেউ প্রাইভেটকার হাঁকিয়ে। ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, প্রকৌশলী, পুলিশ-বিডিআর এমনকি যাদের এই হুজুগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠার কথা সেই চিকিৎসকরা পর্যন্ত নূর আহাদের কাছে ছুটছেন। কেউ যাচ্ছেন দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার থেকে নিরাময় পেতে। আবার কেউ যাচ্ছেন আলসার, গ্যাস্ট্রিক, যৌন রোগ অথবা পাইলস থেকে আরোগ্য লাভের আশায়। রোগ সারুক আর নাই সারুক ভুনা মাংস, আর তেল-পানির বোতল নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন তারা। কি পরিমাণ মানুষ এবং কি এলাহি কান্ড ঘটছে ঝিনাইদহ ও মাগুরায় তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, 'ওষুধ ছাড়া অসুখ সারেনা' এ বাস্তব কথাটা কেউ কাউকে বোঝাতে পারছেন না। প্রশাসন এবং স্থানীয় সচেতন সুধী সমাজও পরিস্থিতিগত কারণে অনেকটা অসহায় হয়ে গেছেন। সব কিছু বুঝে শুনেও তাদেরকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন অথবা নূর আহাদের পক্ষাবলম্বন করতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে কোটি কোটি টাকা জলে যাচ্ছে অসহায়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মান্ধ মানুষের। ৪ আনার মাদুলি ২ থেকে ৫ টাকা, এক বোতল কলের পানি ১০ থেকে ১৫ টাকা, এক বোতল সরিষার তেল ১৫ থেকে ৩০ টাকা আর ৩০ টাকার মুরগি ১৩০ টাকায় বিক্রি করে একটি চক্র ঐ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে।

কে এই নূর আহাদ

একেবারে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা আর বাঙালির হুজুগেপনার কারণে রাতারাতি হিরো বনে যাওয়া নূর আহাদ চাকরি করেন বাংলাদেশ আনসারে। ১৯৯৫ সালে তিনি সদস্য পদে এ বাহিনীতে যোগ দেন। বর্তমানেও একই পদে তিনি চাকরিরত রয়েছেন ঝিনাইদহ সদরে। তবে রোগী দেখার কারণে এখন তাকে সরকারি দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে না। নূর আহাদের পুরো নাম নূর আহাদ খান। মাগুরা সদর উপজেলার পাতুরিয়া গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি মেজ। অপর দু'ভাই মুদি দোকানী। পিতা হাবিবুর রহমান পেটের পীড়ায় মারা যান ১৯৯১ সালে। ৪ বছর আগে নূর আহাদ বিয়ে করেন একই উপজেলার পুকুরিয়া গ্রামের লেয়াকত মোল্লার মেয়ে শিখা খাতুনকে। তাদের এক বছর বয়সী একটি মেয়ে রয়েছে। নূর আহাদের মা ফজুরা খাতুন (৫০) জানান, দারিদ্র্যতার কারণে নূর আহাদ ৮ম শ্রেণীর বেশি লেখাপড়া করতে

†ivM gw³i Avkvq bi Avnv‡`i Kv‡Q Avmv AmsL¨ bvix-ci"l

পারেনি। জীবিকার সন্ধানে তাকে রাস্তায় নামতে হয়। চাকরি পেয়ে যান খুলনার অ্যাজাক্স জুট মিলে। তবে সেখানে ৩ মাসের বেশি চাকরি করতে পারেননি। বাড়ি ফিরে এসে বড় ভাইয়ের সঙ্গে মুদি ব্যবসা শুরু করেন। তারপর হয়ে যান অনেকটা ফেরিওয়ালা। বিভিন্ন হাটবাজারে গিয়ে ফেরি করে বিক্রি করতে থাকেন জিলাপি আর দানাদার। তারপর ১৯৯৫ সালে যোগ দেন আনসার বাহিনীতে। তবে রোগীদের ভিড়ের কারণে তিনি কর্মস্থলে থাকতে পারছেন না। সর্বশেষ গত ২৪ আগস্ট জেলা আনসার অ্যাডজুটেন্ট তোফাজ্জেল হোসেন তাকে রোগী

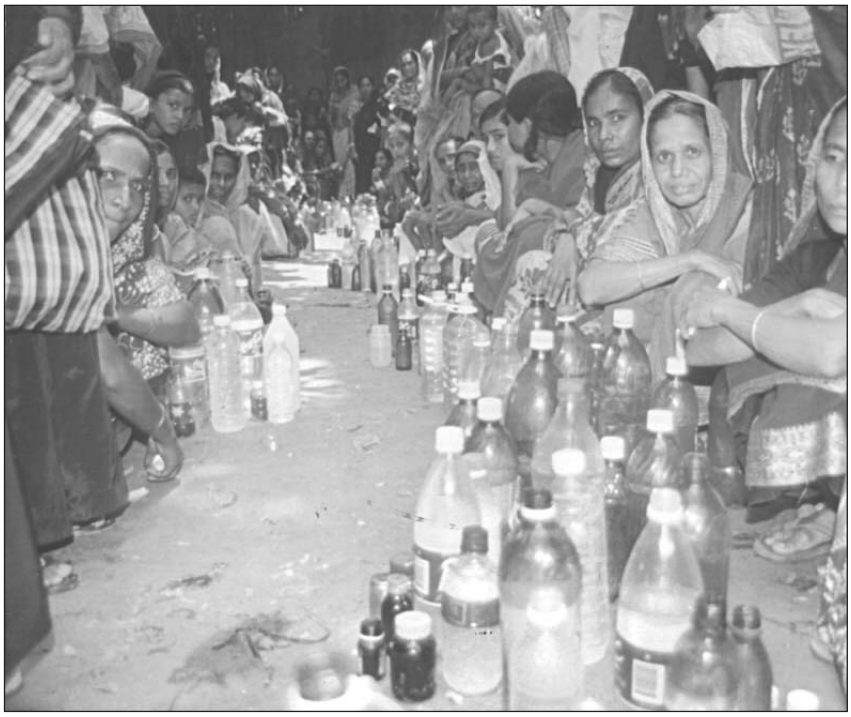

তেল আর পানির বোতল নিয়ে কবিরাজের জন্য অপেক্ষা

একটি গাছ দেখিয়ে তিনি আমাকে বলেন, এই গাছের রস চিবিয়ে তুই খাবি, অন্যদেরও দিবি। দেখবি তারাও ভালো হয়ে যাবে। প্রথম রাতের এ স্বপ্নকে আমি স্বপ্নই ভেবেছিলাম। গুরুত্ব দেইনি। এরপর দ্বিতীয় রাতে আবার একই স্বপ্ন দেখি। নূরানী চেহারার সেই লোকটি ঐ রাতে আমাকে আরো একটি গাছ দেখিয়ে বলেন, এ গাছ খেলে ক্যান্সার ভালো হয়ে যাবে। পর পর দু'দিন স্বপ্ন দেখার কারণে আমার কৌতূহল জাগে। সামনেই ছিল অমাবস্যার রাত। ঐ রাতেই আমি সেই গাছ সংগ্রহ করে খাই। কিছু দিনের মধ্যে আমার যৌনরোগ সেরে যায়

দেখা বাদ দিয়ে চাকরিতে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি।

নূর আহাদকে নিয়ে এলাহি কান্ড

বাস্তবতা যাই হোক কথিত কবিরাজ নূর আহাদকে নিয়ে এলাহি কান্ড ঘটছে ঝিনাইদহ ও মাগুরায়। রোগ মুক্তির আশায় প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০ হাজার লোক জড়ো হচ্ছেন তার কাছে। লোক সমাগম সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে প্রশাসনকে। মানুষের অন্ধ বিশ্বাস এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, নূর আহাদকে গত ২০ জুলাই মাদারীপুরে বদলি করা হলে কয়েক হাজার মানুষ ঝিনাইদহ শহরে ব্যাপক তান্ডবতা চালায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে ২০০ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করতে হয়। আগত রোগীরা অভিযোগ করেন, ডাক্তারের কারসাজির কারণেই তাকে বদলি করা হয়েছে। এ জন্য তারা বিভিন্ন ক্লিনিক এবং চেম্বারেও হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে। রোগীরা অভিযোগ করেন, কবিরাজ নূর আহাদের কারণে ডাক্তাররা রোগী পাচ্ছিলেন না। প্রাইভেট ক্লিনিক ও হাসপাতালগুলোও হয়ে গিয়েছিল রোগীশূন্য। এ জন্যই তারা ষড়যন্ত্র করে নূর আহাদকে বদলি করায়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অভিযোগের বাস্তবতাও ছিল। ঐ সময় ১০০ শয্যার ঝিনাইদহ জেনারেল হাসপাতালে রোগী ছিল মাত্র ২৫ জন। আউটডোরে মাছি-মশাও উড়তো না। প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোর ডাক্তার, নার্সরা রোগীর আশায় থাকতেন চাতক পাখির মতো। বর্তমানেও প্রায় একই অবস্থা। ওষুধ বিক্রিতে ধস নেমেছে। চাকরি বাঁচাতে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির স্থানীয় প্রতিনিধিরা নূর আহাদের কাছে দাওয়াই নিতে আসা হাজার হাজার মানুষের ভিড়ের দৃশ্য ভিডিও করে স্ব স্ব কোম্পানির কাছে পাঠাচ্ছেন।

বাস্তবে কী রোগ সারছে

নূর আহাদের কাছ থেকে দাওয়াই নিয়ে বাস্তবে রোগ সেরেছে এমন নজির নেই। তারপরেও গত এক মাসে কয়েক লাখ লোক তার কাছ থেকে পানি, তেল আর মাংস পড়া নিয়েছেন। নূর আহাদের দাবি, অন্তত ২০০ জনের এ পর্যন্ত ক্যান্সার সেরেছে। আর আলসার, ডায়াবেটিক, পাইলস ও যৌন রোগ সেরেছে হাজার হাজার মানুষের। তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, রোগ যদি নাই সারবে তাহলে মানুষ আসছে কেন? শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বড় বড় ডাক্তার, উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা, উকিল, জজ ও মন্ত্রী, এমপি, সাংবাদিক, সচিবরা পর্যন্ত এসে দাওয়াই নিচ্ছেন। রোগ না সারলে তারা কী আসেন? এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে নূর আহাদ যাদের নাম বলেন, তা শুনে হতবাক হতে হয়। তিনি বলেন, জামায়াত নেতা ও শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী লোক পাঠিয়ে তার কাছ থেকে দাওয়াই নিয়েছেন। দাওয়াই নিয়েছেন, খুলনার এডিশনাল ডিআইজি, মাগুরা ও ঝিনাইদহের ২ জজ, মাগুরার বাসিন্দা ও সাবেক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী, চুয়াডাঙ্গার এমপি শহিদুল ইসলাম, কালিগঞ্জ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য শহিদুজ্জামান বেল্টু, শৈলকূপা থেকে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল ওহাব, ঝিনাইদহ সদরের এমপি মশিউর রহমান, ঝিনাইদহ সদর থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার গুরুদাস শিকদার ও হরিণাকুন্ডু থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার জহুরুল ইসলাম।

সাধারণ মানুষ কি ভাবছেন

রোগ ব্যাধি সারার ব্যাপারে নূর আহাদ যাই বলুন না কেন সাধারণ সচেতন মানুষ খুব একটা পাত্তা দিচ্ছেন না তাকে। তার কল্পকাহিনী বিশ্বাসও করেন না। এ প্রসঙ্গে

bi Avnv`‡K Q‡q †`L‡Q GK †ivMx| Zvi we¯§q GZ †KivgwZ Rvbv †jvKwUI wK Avi `kR‡bi gZ!

চালিয়েও ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেননি। ফলে নূর আহাদের ওষুধে ক্যান্সার সারার প্রশ্নই ওঠে না। আমার মনে হয় মানুষ কৌতূহলের বশেই বেশি আসছে। আর আসছে দরিদ্র, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মান্ধ মানুষ। এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শহিদুল ইসলাম বলেন, শুনেছি রোগ সারছে। তবে আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। আত্মবিশ্বাসের কারণে কারো কারো রোগ সারতেও পারে। তবে লোক। শুনেছি কারো কারো কাজ হচ্ছে। তবে কোনো প্রমাণ নেই। ফজর আলী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নাদিয়া আক্তার বলেন, রোগ সারছে শুনে আমি মাজার ব্যথার জন্য তেল ও পানি পড়া ব্যবহার করেছি। কিন্তু কই, কিছুই তো হয়নি। তবে জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক এমএ মজিদ বলেন, আমার জানা মতে একজনের পাইলস রোগ ভালো হয়েছে। রোগ ভালো হচ্ছে বলেই প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আসছে। অপরদিকে ভিন্ন কথা বলেন যুবলীগ সভাপতি মাহমুদুল ইসলাম। তিনি বলেন, অসম্ভব! এটা বিজ্ঞানের

স্বপ্নে আমাকে বলা হয়েছে, অমাবস্যার রাতেই গাছ তুলতে হবে এবং তা এক নিঃশ্বাসে। তা নাহলে রোগ সারবে না। ভুনা মুরগির মাংসের সঙ্গে কি গাছ খাওয়ান? কিছু একটা বলতে গিয়ে থমকে যান নূর আহাদ। বলেন, 'তা তো বলা যাবে না। আমাকে স্বপ্নে বলা হয়েছে ক্যান্সার সারতে রোগীকে কমপক্ষে দু'দিন ওষুধ খেতে হবে। আমি সেভাবেই ওষুধ দিচ্ছি

জানতে চাইলে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা. নজরুল ইসলাম বলেন, অসম্ভব! এটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের সঙ্গে কেরামতির কোনো সম্পর্ক নেই। অসংখ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানী বছরের পর বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি বিশ্বাস করি না। সরকারি নূর নাহার মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এএইচএম ইসাহাক বলেন, আমি কোনো দিন নূর আহাদের কাছে যাইনি। তবে তার কাছে দাওয়াই নিতে আসতে দেখেছি হাজার হাজার যুগ। বিজ্ঞানই যখন ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে নূর আহাদের দাওয়াইয়ে ক্যান্সার সারে কি ভাবে?

নূর আহাদের কাছে দাওয়াই নিতে আসা হাজার হাজার মানুষের কোটি কোটি টাকা

আনসার থেকে কবিরাজ

নূর আহাদ

ওষুধ পেলেন কি করে? নূর আহাদ বলেন, আমি যৌন সমস্যায় ভুগছিলাম। অনেক ডাক্তার-কবিরাজ দেখাই। তাদের দেয়া ওষুধ-পথ্য খাই। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। এতে করে আমি চরমভাবে ভেঙে পড়ি। হতাশ হয়ে যাই। এ নিয়ে চিন্তা করতে করতে একদিন রাতে ঘুমিয়ে পড়ি। গভীর ঘুমে যখন মগ্ন, তখন দেখি নূরানী চেহারার এক লোক এসে আমাকে বলছে, নূর আহাদ চিন্তা করিস না। এরপর একটি গাছ দেখিয়ে তিনি আমাকে বলেন, এই গাছের রস চিবিয়ে তুই খাবি, অন্যদেরও দিবি। দেখবি তারাও ভালো হয়ে যাবে। প্রথম রাতের এ স্বপ্নকে আমি স্বপ্নই ভেবেছিলাম। গুরুত্ব দেইনি। এরপর দ্বিতীয় রাতে আবার একই স্বপ্ন দেখি। নূরানী চেহারার সেই লোকটি ঐ রাতে আমাকে আরো একটি গাছ দেখিয়ে বলেন, এ গাছ খেলে ক্যান্সার ভালো হয়ে যাবে। পর পর দু'দিন স্বপ্ন দেখার কারণে আমার কৌতূহল জাগে। সামনেই ছিল অমাবস্যার রাত। ঐ রাতেই আমি সেই গাছ সংগ্রহ করে খাই। কিছু দিনের মধ্যে আমার যৌনরোগ সেরে যায়। এরপর থেকে অন্যদেরও আমি এ ওষুধ দেই। ক্যান্সার রোগীদেরও ওষুধ দিয়েছি এবং দিচ্ছি। তাদের রোগ ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু ক্যান্সার রোগের ওষুধ দেয়ার ক্ষেত্রে আপনি ভুনা মুরগির মাংস আনতে বলছেন কেন? ভুনা মুরগির মাংসের সঙ্গে ক্যান্সার সারার সম্পর্ক কি? নূর আহাদ বলেন, 'ভুনা মুরগি তো আমি ইচ্ছা করে আনতে বলছি না। আমাকে স্বপ্নে যা বলা হয়েছে, আমি সেভাবেই ওষুধ দিচ্ছি এবং তাতে কাজ হচ্ছে। দেখছেন না লাখ লাখ লোক হচ্ছে।' আপনি অমাবস্যার রাতে গাছ তুলেছেন কেন? নূর আহাদ বলেন, 'স্বপ্নে আমাকে বলা হয়েছে, অমাবস্যার রাতেই গাছ তুলতে হবে এবং তা এক নিঃশ্বাসে। তা নাহলে রোগ সারবে না।' ভুনা মুরগির মাংসের সঙ্গে কি গাছ খাওয়ান? কিছু একটা বলতে গিয়ে থমকে যান নূর আহাদ। বলেন, 'তা তো বলা যাবে না। আমাকে স্বপ্নে বলা হয়েছে ক্যান্সার সারতে রোগীকে কমপক্ষে দু'দিন ওষুধ খেতে হবে। আমি সেভাবেই ওষুধ দিচ্ছি।' ক্যান্সার সেরেছে কি না জানতে চাইলে নূর আহাদ বলেন, 'এ পর্যন্ত অন্তত ২০০ জনের সেরেছে। তারা ঢাকা-কলকাতার বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েও কোনো ফল পাননি।' তাদের নাম-ঠিকানা চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি তা দিতে পারেননি। বলেন, 'তালিকা আছে, তবে এখন কাছে নেই।'

এদিকে নূর আহাদের প্রচার যখন রমরমা, তখন তিনি তৃতীয় দফা স্বপ্ন দেখেছেন বলে প্রচার করছেন। বলছেন, স্বপ্নে এবার তিনি

বাস্তবে জলে যাচ্ছে। এক হিসাবে দেখা যায় ক্যান্সারের ওষুধ নিতে আসা একজন রোগীকে ভুনামুরগি, ঝিনাইদহে অবস্থানের সময় তার দুপুরের খাবার, সেই সঙ্গে চা-নাস্তা খরচ বাবদ প্রায় ১৫০ টাকা খরচ হচ্ছে। ঐ রোগী যদি দু'দিন আসেন তাহলে যাতায়াত খরচ বাবদই তার ব্যয় হচ্ছে ৩০০ টাকা। আর যারা তেল ও পানি পড়া নিচ্ছেন তাদের দু'দিনে খরচ হচ্ছে ২০০ টাকা। সেই হিসাবে দেখা গেছে, প্রতিদিন শুধু দাওয়াই ও আনুষঙ্গিক খাতে রোগীদের লাখ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। রোগ সারার ন্যূনতম কোনো সম্ভাবনা না থাকায় তা জলে যাচ্ছে। অবশ্য নূর আহাদ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন, তার ওষুধে রোগ সারছে।

আসল রহস্য

নূর আহাদের ওষুধে রোগ সারুক আর না-ই সারুক তার পক্ষে ঝিনাইদহ ও মাগুরায় একটি শক্ত অবস্থান তৈরি হয়েছে নেপথ্যে। একটি চক্রও চাচ্ছে নূর আহাদের কাছে যেভাবে মানুষ আসছে তা অব্যাহত থাক। এদের প্রায় সবাই ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নূর আহাদের কথিত কেরামতিতে কেউ লাভবান হোক আর নাই হোক তারা ঠিকই লাভবান হচ্ছে। নূর আহাদের কাছে দাওয়াই নিতে আসা লোকজনের কাছ থেকে এরা খরচের কথা বলে হাতিয়ে নিচ্ছে অর্থ। একটি সূত্র জানায়, প্রতিদিন যদি গড়ে ২০ হাজার করে লোকও

না স্বপ্নে আমাকে এমন কিছু বলা হয়নি। আমিও কাউকে তেল পড়া, পানি পড়া দিতে চাইনি। কিন্তু রোগীরা দেখছি আসার সময় তেল-পানি আনছেন। পড়ে না দিলে তারা পীড়াপীড়ি করছে। বাধ্য হয়েই পড়ে দিচ্ছি।' কিন্তু এটা কী তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা নয়? নূর আহাদ বলেন, 'কী করবো'। দেখেছেন তো আমাকে ঝিনাইদহ থেকে অন্যত্র বদলি করা হলে হাজার হাজার মানুষ কিভাবে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ ও ভাঙচুর করেছিল

আসে, আর তাদের কাছ থেকে যদি ২ টাকা করেও নেয়া হয় তাহলে ঐ চক্রের আয় হচ্ছে ৪০ হাজার টাকা। এ ছাড়া এদেরই নিয়োজিত লোকজন ২০ পয়সার মাদুলি ২ টাকা, ৩০ টাকার মুরগি ১৩০ টাকা, ১ বোতল কলের পানি ১০ থেকে ১৫ টাকা আর সরিষার তেল ২০ থেকে ২৫ টাকায় বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। মূলত এরাই চাচ্ছে নূর আহাদের কবিরাজি টিকে থাক। তাকে চাকরিতে মূলত এরাই যোগ দিতে দিচ্ছে না। যদিও এসব অস্বীকার করেন নূর আহাদ। তিনি বলেন, এসব মিথ্যা কথা। কেউ কারো কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে না। এমপি সাহেব (মশিউর রহমান) সব সময় আমার খোঁজখবর রাখছেন। তিনি কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, কেউ টাকা নিলে তাকে যেন সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে দেয়া হয়।

রাতারাতি হিরো বনে যাওয়া নূর আহাদের এবার খায়েস হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার। তিনি দাবি করেছেন, জীবন আশঙ্কায় ভুগছেন তিনি। এ বিষয়টিই খুলে বলতে চান প্রধানমন্ত্রীকে। নূর আহাদের বিশ্বাস, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার দেখা হবেই।

নূর আহাদকে নিয়ে মানুষের অন্ধ বিশ্বাস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে এখন মরা মানুষ বাঁচানোর জন্যও তার কাছে নেয়া হচ্ছে। গত ১৫ আগস্ট মাগুরার সদর উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামের বাবুল বিশ্বাসের স্ত্রী হেলেনা পারভীন (২৭) ও তার শিশুপুত্র নূর নবী সাপের কামড়ে মারা যায়। ঐ রাতেই গ্রামবাসী তাদেরকে বাঁচানোর জন্য কবিরাজ নূর আহাদের কাছে নিয়ে যান। তিনিও যথারীতি মরা মানুষ বাঁচানোর জন্য শুরু করেন ঝাড়-ফুঁক। এ থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় নূর আহাদের কেরামতির মাজেজা। শুধু বুঝতে চাচ্ছে না হুজুগে বাঙালি। পঙ্গপালের মতো ছুটছে তার কাছে।

বন্ধ্যাত্ব মোচনের ওষুধ পেয়েছেন। সন্তান হয় না এমন মহিলারা ঐ গাছ খেলেই তাদের সন্তান হবে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে নূর আহাদ বলেন, 'হ্যাঁ স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে আমাকে একটি গাছ দেখিয়ে বলা হয়েছে, এ গাছ খেলে যেসব মহিলার সন্তান হয় না, তাদের সন্তান হবে।' কে দেখায় স্বপ্ন? নূর আহাদের সরল উত্তর 'আল্লাহ! আল্লাহই দেখান।' আপনি এমন কী পুণ্যের কাজ করেছেন যে, আল্লাহ স্বপ্ন দেখানোর জন্য আপনাকে বেছে নিলেন? নূর আহাদ কিছুটা হতচকিত হয়ে বলেন, 'তা তো তিনিই জানেন। সব তার মর্জি।' কিন্তু আপনি একবারও বলেননি যে, স্বপ্নে আল্লাহ আপনাকে রোগীদের তেল ও পানি পড়া দিতে বলেছেন। তাহলে দিচ্ছেন কেন? নূর আহাদ স্বীকার করে বলেন, 'না স্বপ্নে আমাকে এমন কিছু বলা হয়নি। আমিও কাউকে তেল পড়া, পানি পড়া দিতে চাইনি। কিন্তু রোগীরা দেখছি আসার সময় তেল-পানি আনছেন। পড়ে না দিলে তারা পীড়াপীড়ি করছে। বাধ্য হয়েই পড়ে দিচ্ছি।' কিন্তু এটা কী তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা নয়? নূর আহাদ বলেন, 'কী করবো'। দেখেছেন তো আমাকে ঝিনাইদহ থেকে অন্যত্র বদলি করা হলে হাজার হাজার মানুষ কিভাবে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ ও ভাঙচুর করেছিল। এখন যদি আমি তেল ও পানি পড়ে না দেই তাহলে রোগীরা বিশৃঙ্খলা করতে পারে। এমপি সাহেব (মশিউর রহমান) বলেছেন, কোনো রকম যাতে বিশৃঙ্খলা না হয় সেদিকে নজর রাখতে। সে জন্যই আমি তেল ও পানি পড়ে দিচ্ছি।' কি পড়েন? 'এই দোয়া-দরূদ পড়ি। আল্লার কালাম পড়ি। মানুষ আমার পড়া তেল-পানি ব্যবহার করে সুফলও পাচ্ছে। নইলে তারা আসবে কেন?' যতদূর জানি আপনি খুব বেশি লেখাপড়া করেননি। ধর্মীয় বিষয়েও খুব বেশি জানাশোনা নেই, তাহলে আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে আপনাকে বেছে নিলেন কেন? নূর আহাদের ত্বরিত উত্তর, 'বড় বড় নবী রসুলরাও কিন্তু সবাই লেখাপড়া জানতো না। আমাকে দিয়ে জনসেবা হবে বলেই হয়তো আল্লাহ পাক আমাকে তাদের খেদমত করার তওফিক দিয়েছেন।'

বছরখানেক আগে শার্শার সীমান্তবর্তী গ্রাম গয়ড়ার বাসিন্দা জিয়াদ আলী মোড়ল এমনি আধ্যাত্মিক কথা বলতেন। তিনিও স্বপ্নে আলসার, টিউমার আর ক্যান্সারের ওষুধ পেয়েছিলেন বলে প্রচার করার পর লাখ লাখ লোক সমাগম হতো তার বাড়িতে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকেও রোগী আসতো। অখ্যাত এ হতদরিদ্র জিয়াদ মোড়ল রাতারাতি হিরো বনে যান। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তার প্রতারণা ধরা পড়ে যায়। এখন তার বাড়িতে কেউ মশা-মাছিও মারতে আসে না। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, নূর আহাদের অবস্থাও একই রকম হবে। ইতিমধ্যেই মাগুরার স্থানীর বাসিন্দারা আর তার কাছে যাচ্ছেন না। স্থানীয় সাংবাদিক লিটন ঘোষ জানান, এখন তার কাছে যারা আসছে তারা সবাই দূরের। সচেতন মানুষের দাবি, শুধু প্রশাসনের যথাযথ ভূমিকার অভাবেই এ অঞ্চলে একের পর জিয়াদ আর নূর আহাদ কবিরাজদের উত্থান ঘটছে। প্রশাসন যথাযথভাবে খোঁজখবর নিয়ে যদি ব্যবস্থা নিত তাহলে অনেক আগেই এসব প্রতারণা বন্ধ হয়ে যেত। তাহলে মানুষের চরম দুর্ভোগ, কোটি কোটি টাকার ক্ষতি আর মহল বিশেষের ফায়দা লোটা বন্ধ হয়ে যেত।